ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-৯০৩
আগরতলা,৭ জুন,২০১৮

৮নং জাতীয় সড়কের উদয়পুর-সাব্রুম অংশ রাজ্যবাসীর উদ্দেশে উৎসর্গ
ত্রিপুরা এখন উন্নয়নের এক নতুন দিশা দেখাচ্ছে : রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ

উদয়পুর-সাব্রুম ৮ নং জাতীয় সড়কের ৭৩.৭১ কিলোমিটার অংশ (ডাবল লেন) রাজ্যবাসীর উদ্দেশে উৎসর্গ করলেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ। আজ সকালে উদয়পুরের রাজর্ষি হলে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ এই অনুষ্ঠানের জন্য রাজ্যবাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। তিনি বলেন, কোনও রাজ্যের উন্নয়নে সংশ্লিষ্ট রাজ্যের জনগণ এবং পরিকাঠামো এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়ে থাকে। ত্রিপুরায় সড়ক নির্মাণের ক্ষেত্রে আজ এক গুরুত্বপূর্ণ দিন। এই সড়কটির উন্নতিকরণ ও প্রশস্তিকরণ কাজের সঙ্গে যারা যুক্ত তাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে তিনি বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার উত্তর-পূর্বাঞ্চলের উন্নয়নে বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়েছে। ভারতমালা প্রকল্পে সড়ক নির্মাণের জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। এই প্রকল্পে ত্রিপুরায় ৫০০ কিলোমিটারের মতো সড়কের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। এতে ৬ হাজার কোটি টাকার মতো ব্যয় হবে। এই সড়কগুলি নির্মাণের কাজ শেষ হয়ে গেলে সড়ক যোগাযোগের ক্ষেত্রে ত্রিপুরা একটি উল্লেখযোগ্য স্থানে চলে আসবে। রাষ্ট্রপতি বলেন, সড়ক এবং রেলপথ শুধু পরিকাঠামোর উন্নয়নই করে না, মানুষকে আরও কাছে এনে দেয়। মানুষের মধ্যে তৈরী বন্ধনকে আরও সুদৃঢ় করে। তিনি বলেন, সাব্রুমের ফেণী নদীর উপর ব্রীজ নির্মাণ হয়ে গেলে বাংলাদেশের সঙ্গে যোগাযোগ আরও সহজ হয়ে যাবে। তিনি বলেন, ভারত সরকার অ্যাক্ট ইস্ট পলিসিকে খুব গুরুত্ব দিয়ে কাজ করছে। দক্ষিণ পূর্বের দেশগুলির সঙ্গে ভারতের সাংস্কৃতিক এবং ব্যবসায়িক সম্পর্ক আগে থেকেই ছিলো। এখন ঐ দেশগুলির সঙ্গে যোগাযোগ আরও সুদৃঢ় করা হচ্ছে। ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে রেল যোগাযোগ স্থাপনের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে রাষ্ট্রপতি বলেন, এই দুই দেশে রেল যোগাযোগের পরিধি ব্যাপকতর হলে উভয় দেশের জনগণই উপকৃত হবেন। তিনি বলেন, ত্রিপুরায় এখন উন্নয়নের এক নতুন দিশা দেখা যাচ্ছে। পর্যটনের ক্ষেত্রে ত্রিপুরায় দারুণ সম্ভাবনা রয়েছে। এখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এমনিতেই মনোরম। এই সৌন্দর্যের প্রতি আকর্ষণ মানুষের আগে থেকেই আছে। সেই ক্ষেত্রে পর্যটনের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হলে এই রাজ্যের মানুষ উপকৃত হবেন। তিনি বলেন, দেশের পিছিয়ে পড়া অংশের মানুষের উন্নয়ন ছাড়া ভারতের বিকাশ সম্ভব নয়। এই অংশের মানুষের উন্নয়নের জন্য ভারত সরকার অনেক প্রকল্প হাতে নিয়েছে। তিনি বলেন, ত্রিপুরার উপজাতি সমাজ অনেক বেশি সচেতন। এখনকার ছেলে মেয়েরা খেলাধূলা সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে দেশবাসীর নজর কেড়েছে। ত্রিপুরার উপজাতি সমাজ দেশের অন্য অংশের মানুষের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এগিয়ে যাবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

***২-এর পাতায়

অনুষ্ঠানের সভাপতি রাজ্যপাল তথাগত রায় বলেন, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলি আগে থেকেই বঞ্চিত হয়ে আসছিলো। এর মধ্যেও ত্রিপুরা মিজোরাম বেশি দুর্গম হওয়ায় তারা অন্যদের চেয়েও বেশি বঞ্চিত হয়েছে। বিমানপথে কলকাতার সঙ্গে ত্রিপুরার দূরত্ব ৪০০ কিলোমিটারের মতো হলেও সড়কপথে এই দূরত্ব ১৬০০ কিলোমিটারের মতো। এতে বোঝা যায় ত্রিপুরা কত দুর্গম। এজন্যে ত্রিপুরার প্রতি বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে। দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং তাঁর সরকার বিষয়টি নজরে রেখে এই অঞ্চলের উন্নয়নের জন্য ব্যাপক উদ্যোগ নিয়েছেন।

অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার এই অঞ্চলের পরিকাঠামোর উন্নয়নের জন্য বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে কাজ করছে। প্রধানমন্ত্রী উত্তরে পূর্বাঞ্চলের উন্নয়নে আন্তরিকভাবে প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছেন। তিনি বলেন, উন্নত সড়ক পরিকাঠামোর সঙ্গে সমগ্র ভারতকে যুক্ত করতে চেয়েছিলেন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী। তাঁর স্বপ্ন দেশের বর্তমান সরকার পূরণ করছে। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নির্দেশিত পথেই ত্রিপুরাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। চার বছর ধরে যেসব প্রকল্প চালু রয়েছে তার সঙ্গে আজকের এই সড়ক প্রশস্তিকরণ ও উন্নতিকরণের কাজটি যুক্ত হওয়ায় রাজ্যবাসী উপকৃত হবেন। পাঁচ ঘন্টার রাস্তা এখন অর্ধেকের কম সময়ে আমরা অতিক্রম করতে পারবো। বাংলাদেশের সঙ্গে যোগাযোগও আরও প্রশস্ত হবে। তিনি বলেন, রাজ্যের বর্তমান সরকার নতুন দিশা নিয়ে কাজ করছে। এই সরকার দায়িত্বভার নেওয়ার পর গত কয়েক মাসে স্বচ্ছ নিয়োগনীতি প্রণয়ন, নেশাকারবারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া সহ বেশ কিছু জনকল্যাণকারী পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। এছাড়াও রাজ্য সরকারের কর্মচারীদের জন্যে সপ্তম বেতন কমিশন চালু করার উদ্যোগ নিয়েছে। তিনি বলেন, কেন্দ্রের বিভিন্ন প্রকল্প যথাযথভাবে কার্যকর করার ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার ব্যাপক উদ্যোগ নিয়েছে।

অনুষ্ঠানে ধন্যবাদসূচক বক্তব্য রাখেন উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা। অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট অতিথিদের মধ্যে ছিলেন রাষ্ট্রপতি পত্নী সবিতা কোবিন্দ, রাজ্যের রাজস্বমন্ত্রী নরেন্দ্র চন্দ্র দেববর্মা, কৃষিমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহরায়, ন্যাশনাল হাইওয়ে এন্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেড (NHIDCL) এর এম ডি নগেন্দ্রনাথ সিনহা। উল্লেখ্য, ২০১৫ সালের অক্টোবর মাসে এই রাস্তার প্রশস্তিকরণের কাজ শুরু হয়েছিলো। এই কাজ সম্পন্নের জন্য আড়াই বছর সময় লক্ষ্যমাত্রা ধরা হলেও নির্ধারিত সময়ের আগেই এই সড়ক নির্মাণের কাজ শেষ হয়ে যায়। এই সড়কটি নির্মাণে ব্যয় হয়েছে ৪৯৭.৮৯ কোটি টাকা।

*****